কুষ্টিয়ার খোকসায় মোড়াগাছা- হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

সারা দেশব্যাপী নদী-নালা, খাল ও জলধারা খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ মার্চ) সকালে খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি।

এসময় দলীয় তিনি বলেন, দেশের নদী-নালা ও খাল পুনরুদ্ধার করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাল ও জলধারা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা এমপি, কুষ্টিয়া -৪ (খোকসা-কুমারখালি) আসনের সংসদ সদস্য আফজাল হোসেন এমপি, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহম্মেদ রুমী, জেলা বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরীসহ কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং এর আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়া।

সংশ্লিষ্টরা জানান, খালটি পুনঃখনন সম্পন্ন হলে এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বাড়বে এবং জলাবদ্ধতা কমে স্থানীয় পরিবেশ ও কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

কুষ্টিয়া পৌরবাজারে তিন প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় বাজার তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

শনিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার পৌরবাজার এলাকার বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কাপড়ের দোকান ও কসমেটিকসের দোকান মনিটরিং করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি জানান, একদর নীতি অনুসরণের কথা থাকলেও কাপড়ের গায়ে মূল্যতালিকা উল্লেখ না থাকায় পৌরবাজারের থ্রি পিস কর্নারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া বিদেশি কসমেটিকসের ক্রয় রশিদ না থাকা এবং পণ্যের মোড়কে আমদানিকারকের নাম ও দেশীয় মূল্য উল্লেখ না থাকায় পৌরবাজারের ইমন ভ্যারাইটিজ স্টোরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অপরাধে বিদেশি কসমেটিকসের মোড়কে আমদানিকারকের নাম ও দেশীয় মূল্য উল্লেখ না থাকায় জ্যোতি কসমেটিকসকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানের সময় এসব জরিমানা আদায় করা হয়।

বাজারে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় অভিযানে সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক।

এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম এবং র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল উপস্থিত ছিল।

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা, ব্যস্ত শহরের মার্কেটগুলো

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও শপিংমলে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পোশাকের দোকানগুলোতে নারী, পুরুষ ও শিশুদের নতুন পোশাক কিনতে মানুষের উপস্থিতি বেশি দেখা যাচ্ছে।

শহরের এনএস রোড এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাভলী টাওয়ার শপিং মল, পরিমল টাওয়ার, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেট, জেলা পরিষদ মার্কেট এবং ছয় রাস্তা মোড় এলাকার বিভিন্ন শোরুমে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে দিন দিন। এসব মার্কেটে দেশি-বিদেশি নানা ডিজাইনের

পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস, শাড়ি, ফতুয়া ও শিশুদের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ও ফ্যাশন হাউস যেমন আড়ং, দর্জিবাড়ী, আর্টিকেল, সেইলরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন কালেকশন এসেছে। অনেক দোকানে বিশেষ ছাড় বা অফারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন শপিংমলে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। এরই মধ্যে কুষ্টিয়ার বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটের “স্টাইল ফ্যাশন” দোকানে দেখা যাচ্ছে নানা ডিজাইনের থ্রি-পিসের সমাহার।

দোকানটিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নতুন ডিজাইনের থ্রি-পিস সাজিয়ে

রাখা হয়েছে, যা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতারা ভিড় করছেন তাদের পছন্দের পোশাক কিনতে।

ক্রেতারা জানান, স্টাইল ফ্যাশনে বিভিন্ন রঙ ও ডিজাইনের থ্রি-পিস পাওয়া যাচ্ছে। মান ও দামের দিক থেকেও তারা সন্তুষ্ট। একজন ক্রেতা বলেন, “ঈদ উপলক্ষে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করতে এসেছি। এখানে অনেক সুন্দর থ্রি-পিস পাওয়া যাচ্ছে, দামও তুলনামূলক সাশ্রয়ী।”

স্টাইল ফ্যাশনের দোকান মালিক ফিরোজ হোসেন জানান, ঈদকে সামনে রেখে তারা নতুন নতুন কালেকশনের থ্রি-পিস দোকানে এনেছেন। তিনি বলেন, “ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ডিজাইন ও মানসম্মত পোশাক সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিদিনই ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়ছে। আশা করছি ঈদের আগের দিনগুলোতে বিক্রি আরও বাড়বে।”

শহরের মীম ফ্যাশনের মালিক রানা জানান, ঈদকে সামনে রেখে গত কয়েক দিন ধরে দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। তিনি বলেন, “ঈদের কেনাকাটার মূল সময় এখন শুরু হয়েছে। আশা করছি ঈদের আগের সপ্তাহে বিক্রি আরও বাড়বে।”

ব্যবসায়ীরা জানান, এবারের ঈদ মৌসুমকে ঘিরে বাজারে নতুন ডিজাইনের পোশাক আনা হয়েছে। অন্যদিকে ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দের পোশাক কিনতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাজারে আসছেন।

সব মিলিয়ে ঈদকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরের মার্কেটগুলোতে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে এবং দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, কেনাকাটার ব্যস্ততাও ততই বাড়ছে।

কুষ্টিয়ায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

কুষ্টিয়ায় কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্সে পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০২৬ উপলক্ষে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারবর্গের মাঝে ঈদ শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের পক্ষ থেকে এই ঈদ শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শিকদার মো. হাসান ইমাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ।

এ সময় কর্মকর্তারা বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে যেসব পুলিশ সদস্য কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের অবদান জাতি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে বাংলাদেশ পুলিশ সবসময় পাশে থাকবে বলেও তারা আশ্বাস দেন।

জেলার সাতজন শহীদ পুলিশ সদস্যের পরিবারের কাছে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তাসহ খাদ্যসামগ্রী ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ায় সেমাই কারখানায় ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার বটতৈল এলাকায় সেমাই কারখানায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়।

বুধবার (১১ মার্চ) পরিচালিত এ অভিযানে কয়েকটি সেমাই উৎপাদনকারী কারখানা মনিটরিং করা হয়। এ সময় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদন এবং মোড়কজাত পণ্যের প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য (এমআরপি) উল্লেখ না করার অভিযোগে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

অভিযানে গড়াই অটো ফ্লাওয়ার মিল সেমাই কারখানাকে ২০ হাজার টাকা এবং ইফাত অটো ফ্লাওয়ার মিল সেমাই কারখানাকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করে তা আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী। এ সময় অভিযানে সহায়তা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক।

অভিযান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল এবং র্যাব কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল নিরাপত্তা প্রদান করে।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের তদারকি অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় ভেজাল মসলা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার বড়বাজারে ভেজাল মসলা প্রস্তুত ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য সংরক্ষণের অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বড়বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মসলার পাইকারি ও খুচরা বাজারে ব্যাপক মনিটরিং করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি বলেন, শহরের বড়বাজার এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মসলার

স্টক রেজিস্টার, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার এবং পণ্যের মূল্য তালিকা যাচাই করা হয়। এ সময় বাজারে মসলা সংরক্ষণ, মান ও বিক্রয় পদ্ধতিও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অভিযান চলাকালে বড়বাজারের মেসার্স ঢাকা ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে ভেজাল জিরা মসলা প্রস্তুত ও বিক্রি, নিম্নমানের জিরাকে ভারতীয় ব্র্যান্ডের জিরা হিসেবে বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ এবং ১৮০ কেজি মেয়াদোত্তীর্ণ কিসমিস বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটির মালিকের কাছ থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামাও গ্রহণ করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাজারে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যপণ্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের আইন মেনে পণ্য বিক্রি ও সংরক্ষণের জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযানে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আরাফাত রহমান ও জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক সহায়তা করেন।

অভিযানের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম এবং র্যাব কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল উপস্থিত ছিল।

কুমারখালীতে অবৈধ ইটভাটায়

জরিমানা ও কিলন ভেঙে ধ্বংস

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা কেশবপুর এলাকায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অভিযানে দুটি ড্রাম চিমনি ইটভাটার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় এবং ভাটার স্থাপনা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অবৈধভাবে পরিচালিত ইটভাটার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অভিযানকালে বিএবি ব্রিকস নামের একটি ইটভাটার মালিক মো. আমজাদ হোসেনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে স্কেভেটর দিয়ে ভাটার কিলন ভেঙে দেওয়া হয় এবং প্রায় এক লাখ কাঁচা ইট ট্রাক্টর দিয়ে নষ্ট করা হয়।

এছাড়া সাগর ব্রিকস নামের আরেকটি অবৈধ ইটভাটার কিলনও স্কেভেটর দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযানে ওই ভাটার প্রায় তিন লাখ কাঁচা ইট ট্রাক্টরের মাধ্যমে ভেঙে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলাম।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক মো. এমদাদুল হক প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে এবং সিনিয়র কেমিস্ট মো. হাবিবুল বাসার প্রসিকিউটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অভিযানে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল এবং জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক মো. এমদাদুল হক জানান, পরিবেশের ক্ষতি করে এমন অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৪৬ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় বাজার তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জেলগেট মোড় এবং কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, হোটেল, জ্বালানি তেলের দোকান ও ফিলিং স্টেশন মনিটরিং করা হয়। এ সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্যতালিকা, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা হয়।

অভিযানকালে অনুমোদনহীন ও অনিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল ও পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে কুমারখালীর বাঁশগ্রাম বাজারের মেসার্স হিরা হার্ডওয়্যারকে ১৫ হাজার টাকা এবং মেসার্স টুকটুকি এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে ইফতারি প্রস্তুত করার দায়ে কুষ্টিয়া জেলগেট মোড় এলাকার ফরহাদ হোটেলকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম সহায়তা প্রদান করে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজারে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা

করা হবে। এ সময় ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্যও সতর্ক করা হয়।

জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার পোড়াদহের ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের হাট

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ কাপড়ের হাটে এখন ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এখানে এসে কাপড় কেনাবেচা করছেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসা এই হাটকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পোড়াদহ কাপড়ের হাট বহু বছরের পুরোনো একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার। প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত দিনে এখানে কয়েকশ ব্যবসায়ী তাদের দোকান বা অস্থায়ী স্টল নিয়ে বসেন। হাটে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার কাপড় কেনাবেচা হয় বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

এই হাটে শাড়ি, থ্রি-পিস, লুঙ্গি, গামছা, শার্ট-প্যান্টের কাপড়, বাচ্চাদের পোশাকসহ বিভিন্ন ধরনের তৈরি ও আধা-তৈরি পোশাক পাওয়া যায়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের খুচরা ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পাইকারি দামে কাপড় কিনে নিজ নিজ এলাকায় বিক্রি করেন। ফলে পোড়াদহের এই হাট স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, কুষ্টিয়া ছাড়াও ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, রাজবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়মিত এই হাটে আসেন। এতে করে হাটের বেচাকেনা আরও জমে ওঠে।

এদিকে হাটের অন্যতম পরিচিত প্রতিষ্ঠান বিসমিল্লাহ বস্ত্র বিতান। দোকানে গিয়ে দেখা যায়, দোকানটিতে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, থ্রি-পিস ও পোশাকের কাপড় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত কাপড় ও তুলনামূলক কম দামে বিক্রির কারণে দোকানটিতে ক্রেতাদের উপস্থিতিও বেশ চোখে পড়ার মতো।

বিসমিল্লাহ বস্ত্র বিতান-এর মালিক আরিফুল ইসলাম আরিফ বলেন, বর্তমানে দোকানে বেশ বেচাকেনা হচ্ছে। ক্রেতাদের মধ্যে নিত্যনতুন পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। বিশেষ করে থ্রি-পিস, শাড়ি ও লুঙ্গির পাইকারি বিক্রি বেশি হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সামনে উৎসব মৌসুমকে ঘিরে পোড়াদহ কাপড়ের হাটে ক্রেতাদের উপস্থিতি ও বেচাকেনা আরও বাড়বে। এতে স্থানীয় ব্যবসা- বাণিজ্যের পাশাপাশি এলাকার অর্থনীতিও আরও সচল হবে।

এদিকে আশিকুল ইসলাম তার পরিবারকে নিয়ে এখানে কেনাকাটা করতে এসেছেন। তিনি জানান, এখানে পছন্দমতো মানানসই পোশাক পাওয়া যায়। দামেও বেশ সাশ্রয়ী। তাই তারা নিশ্চিন্তে এখান থেকে কেনাকাটা করেন।

মেহেদী হাসান নামের আরেক ক্রেতা বলেন, পোড়াদহ কাপড়ের হাটে তুলনামূলক কম দামে ভালো মানের কাপড় পাওয়া যায়। তাই তারা নিয়মিত এই হাটে এসে প্রয়োজনীয় পোশাকের কাপড় কিনে থাকেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সামনে ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে পোড়াদহ কাপড়ের হাটে বেচাকেনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীরা আশাবাদী, এ বছর হাটে কেনাবেচা আগের তুলনায় আরও বেশি হবে।

কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার কুষ্টিয়া শহরের তাজ ইন হোটেল অ্যান্ড পার্টি সেন্টারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ইসলামী ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা

আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সূরা সদস্য ও জেলা জামায়াতের সাবেক নায়েবে আমীর ফরহাদ হুসাইন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাকিম, সহ-সেক্রেটারি ফরিদ উদ্দিন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য অতিথিরা।

বক্তারা বলেন, পবিত্র মাহে রমজান মানুষকে তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়। রমজানের এই শিক্ষা ধারণ করে সমাজে ন্যায়নীতি ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, “আমরা ইনসাফভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কাজ করে যাচ্ছে।”

আলোচনা শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে উপস্থিত অতিথিদের সম্মানে ইফতার পরিবেশন করা হয়।